সংবাদ

১৫।১।৮২

375

074

নরসিংদী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে

নরসিংদী, ১১ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)। নরসিংদী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে বজলুর রহমান বলে একজন পিয়ন রয়েছে বটে এবং এখানে যথাযথ বেতন তোলা হচ্ছে ; কিন্তু আসলে যে স্বাক্ষর করে বেতন নিচ্ছে সে আসলে বজলুর রহমান নয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৭৯ সনে ডি, পি, আই অফিসে বিদ্যালয়ের যে ষ্টাফ তালিকা পাঠানো হয়েছে সেখানে বজলুর রহমান বলে একজন পিয়নের নাম দেখানো হয়েছে। তখন থেকে বজলুর রহমানের নামে সরকারী আর্থিক অনুদান তোলা হয়েছে এবং উক্ত টাকা প্রধান শিক্ষয়িত্রী আত্মসাৎ করেছেন। অবশেষে ১৯৮১ সনের জুনমাসে রইসউদ্দিন নামক একজনকে বজলুর রহমান নামে নিয়োগ করে এবং স্কুল সরকারী হওয়ার আগ পর্যন্ত সে উক্ত পদে বহাল থাকে। গত এপ্রিল '৮১ বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ হলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী নাসিমা হায়দার রইস উদ্দিন নামধারী বজলুর রহমানকে বিদায় করে দেয় এবং নরসিংদী মহকুমা মহিলা সংস্থার পিয়ন নাদের আলীকে বিদ্যালয়ে ঐ বজলুর রহমান নামে নিয়োগ করে এবং তার নামে এপ্রিল '৮১ থেকে ডিসেম্বর'৮১ পর্যন্ত ৯ মাসের বেতন তুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী আত্মসাৎ করে। বর্তমানে নাদের আলী নামক লোকটাই বজলুর রহমান নামে উক্ত বিদ্যালয়ে চাকরি করছে। পূর্বের নিয়োগকৃত বজলুর রহমান (রইসউদ্দিন) উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ডি, পি, আই অফিসে অভিযোগ দায়ের করে এবং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে উক্ত ঘটনা তদন্ত করার জন্য এক টিম যাবে বলে চিঠি পৌঁছেছে।

দু'জন পিয়নের একজনও বজলুর রহমান নয়। একজন হচ্ছে রইসউদ্দিন এবং অপরজন হচ্ছে নাদের আলী। বর্তমানে এলাকার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তবে আসল বজলুর রহমান কে ?